নাবালিকা ছাত্রীর বিয়ে বন্ধ করল প্রশাসন

সঞ্জীব ঘোষ, গোঘাট

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প 'কন্যাশ্রী'। বাংলার মেয়েরা যাতে পড়াশোনা করে স্বনির্ভর হতে পারে সেই জন্যই এই প্রকল্প চালু করেছেন তিনি। গত কয়েক বছরে এর সুফলও মিলেছে হাতে হাতে। লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে স্কুল-কলেজের ছাত্রীদের সংখ্যা। পরীক্ষার ফলেও তার প্রতিফলন ঘটেছে। বদলে গেছে বাংলার আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো। গ্রামে গ্রামে মেয়েরা এখন হাসি মুখে স্কুল-কলেজের দিকে পাড়ি দিচ্ছে। আগে দেখা যেত স্কুল ছেড়ে দিয়ে মাঠের কাজে লেগে পড়তে। আবার কোনও কোনও পরিবারে মাথা থেকে বোঝা নামানোর জন্য নির্দিষ্ট সময়ের আগেই মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হতো। কিন্তু এখন গ্রামে গ্রামে মেয়েরা দল বেঁধে পড়াশোনা করছে। নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজের ও পরিবারের আর্থিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় করছে। আর তার জেরেই বাংলা এখন সারা বিশ্বের কাছে সমাদৃত, সম্মানিত। 'কন্যাশ্রী' প্রকল্প রাষ্ট্রসংঘের বিচারের সারা বিশ্বের মধ্যে সেরা সরকারি প্রকল্প হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। কিন্তু এরপরেও একেবারে বন্ধ হয়নি নাবালিকার বিয়ে দেওয়ার রীতি। এখনও হুগলির গোঘাটের বিভিন্ন গ্রামে মাঝে মাঝেই এধরনের ঘটনা ঘটছে। আর এর ফলে পুলিশ ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে সেই বিয়ে বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। যেমনটি হল শুক্রবার দুপুরে। এদিনই বিয়ের দিন স্থির হয়েছিল গোঘাটের নকুণ্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের কুলিয়া গ্রামের রিয়া সাঁতরার। রিয়ার বয়স মাত্র সাড়ে চোদ্দো বছর। বিয়ের বয়স হতে এখনও অনেক দেরি। বর্তমানে সে পশ্চিম মেদিনীপুরের মাংরুল বিশ্বেশ্বর হাইস্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী। বাবা কাজল সাঁতরা পেশায় চাষি। মা শিখাদেবী সাধারণ গৃহবধূ। রিয়া বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। রিয়ার পিসি সোমা ধাড়া জানালেন, রিয়ার বাবা বর্তমানে শারীরিকভাবে খুব অসুস্থ। তাই তিনি মেয়ের বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। ভালো পাত্র পেয়ে যাওয়ায় আর ফেরাননি। জানা গেছে, পাত্রও চাষবাস করে। তার বাড়ি গোঘাটেরই সাতবেড়িয়ায়। এদিনই ছিল বিয়ের দিন। হঠাৎই বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়ায় তেমন কিছু কেনাকাটা হয়নি। তাই সকালে বাবা মায়ের সঙ্গে রিয়া ঘাটালে কেনাকাটা করতে গিয়েছিল। এদিকে গোপনসূত্রে খবর পৌঁছায় গোঘাট ১নং ব্লক অফিসে। এরপরেই জয়েন্ট বিডিও প্রবীর কুমার দত্ত, এপিও ত্রিরঞ্জন দাস পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে এদিন দুপুরে কুলিয়া গ্রামে রিয়াদের বাড়িতে পৌঁছান। কিন্তু তখনও রিয়া বা তার বাবা-মা বাড়িতে ফেরেননি। বাড়িতে ছিলেন তার পিসিমা সোমা ধাড়া। প্রশাসনিক আধিকারিকরা সোমাদেবীকে জানান, যেহেতু রিয়ার বিয়ের বয়স হয়নি তাই এই বিয়ে বন্ধ রাখতে হবে। এছাড়া অল্প বয়সে বিয়ের অসুবিধাগুলি তাঁকে জানান। এরপরেও বিয়ে দিলে আইনগতভাবে যে শাস্তির মুখে পড়তে হবে তাও জানিয়ে দেন। এরপরেই সোমাদেবী মুচলেকা দিয়ে এই বিয়ে বন্ধ রাখার কথা জানিয়ে দেন। ১৮ বছর বয়স হলে তার পরেই ভাইঝির বিয়ে দেবেন বলে তিনি লিখিতভাবে জানান। এবিষয়ে সোমাদেবী জানান, দাদা অসুস্থ। তাই চেয়েছিলেন ভালো পাত্র দেখে মেয়ের বিয়ে দিতে। আইনকানুন অতো বোঝেন না। এখন প্রশাসন যখন এই বিয়ে বন্ধ রাখার কথা বলছে তখন ১৮ বছর বয়স হলে তবেই বিয়ে দেওয়া হবে।

গ্রেফতার ৫ তৃণমূল নেতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ হুগলির খানাকুলের রামমোহন রায় মহাবিদ্যালয়ে ক্ষমতা দখলকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার ঘটে যাওয়া মারধরের ঘটনায় যুক্ত থেকে মদত দেওয়ার অভিযোগে পুলিশ গ্রেফতার করল খানাকুল ১ ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদ সভাপতি তথা ঘোষপুর এলাকার দাপুটে তৃণমূল নেতা হায়দার আলি ও তার সহযোগী হিসাবে পরিচিত এলাকার তৃণমূল নেতা পুষ্পেন্দু মুখার্জীকে। পুলিশ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা নাগাদ ঘোষপুর পঞ্চায়েত অফিস এলাকা থেকে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে বলে খবর। অপরদিকে একই ঘটনার জেরে এদিন রাতে পুলিশ খানাকুলের রামচন্দ্রপুর থেকে মুন্সী আব্দুল করিম ওরফে পাপ্পু ও গণেশ কারক নামে দুই ছাত্র পরিষদ নেতাকে গ্রেফতার করে। এই পাপ্পু খানাকুল ২ পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মুন্সী নজিবুল করিম ও রামমোহন রায় মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা মুন্সী মিরাজুল করিমের ভাই ও এলাকার একজন সক্রিয় তৃণমূল কর্মী হিসাবে পরিচিত। উল্লেখ্য, রামমোহন কলেজের ক্ষমতা দখলকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার দুপুরে কলেজের মিরাজ গোষ্ঠী ও হায়দার গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ বাধে। সংঘর্ষে দুই তরফেরই বেশ কয়েকজন আহত হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে খানাকুল থানার বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ঘটনার জেরে ওই দিন বিকালে উভয়পক্ষই খানাকুল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের ধরতে পুলিশ ওদিন সন্ধ্যা থেকেই খানাকুল এলাকায় ব্যাপক ধরপাকড় শুরু করে। অবশেষে ওদিনই অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে। এদিকে প্রায় একই সময়ে ঘোষপুর এলাকায় তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে মারধর, ভাঙচুর করার পুরানো অভিযোগে ঘোষপুর এলাকার আরও এক দাপুটে তৃণমূল নেতা অশোক মুখার্জীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। একই দিনে খানাকুল এলাকার বেশ কয়েকজন হেভিওয়েট নেতার গ্রেফতারে এলাকা জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে বলে খবর। তবে পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে খানাকুল জুড়ে অশান্তির বাতাবরণ রুখতে পুলিশের কড়া মনোভাবে আপাতত স্বস্তিতে খানাকুলবাসী। তবে এর জেরে খানাকুলের শাসকদলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে নতুন কোন মোড় নেয় কি না তা নিয়ে খানাকুল এলাকায় ব্যাপক গুঞ্জনের সৃষ্টি হয়েছে।

দুই বাইকের সংঘর্ষে মৃত ১

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃতের নাম উজ্জ্বল রুইদাস(৩৪)। বাড়ি হুগলির গোঘাটের সিংড়াপুর গ্রামে। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার বিকালে উজ্জ্বল বাইকে করে মান্দারণ থেকে বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। তাঁর পিছনে এক মহিলা বসেছিলেন। তখন উল্টো দিক থেকে বাইক করে আসছিলেন গোঘাটের চাঁদপুরের বাসিন্দা রাজু চানক। তাঁরও বাইকের পিছনে এক মহিলা বসেছিলেন। এরপরেই আরামবাগ- মেদিনীপুর প্রধান সড়কের উপর গোঘাটের মান্দারণ এলাকায় দুটি বাইকের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। চারজনেই কমবেশি জখম হন। স্থানীয় মানুষ উজ্জ্বল ও রাজুকে উদ্ধার করে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে এবং বাকি দুই মহিলা কামারপুকুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করেন। কিন্তু চিকিৎসকরা উজ্জ্বলকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি
শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা বিদ্যামহাপীঠ
কামারপুকুর ঃ হুগলি
ছাত্রাবাস এবং কন্যানিবাসে ২০১৭-২০১৮
শিক্ষাবর্ষে ভর্তি চলছে
কন্যানিবাসের সুবিধা- ২৪ ঘন্টা সিকিউরিটি, সি.সি. ক্যামেরা সুবিধাযুক্ত আশ্রমিক পরিবেশ, ২৪ ঘন্টা বিশুদ্ধ পানীয় জল, উপযুক্ত আলোর ব্যবস্থা।
ছাত্রাবাসের সুবিধা ঃ সুপারিনটেন্ডেন্ট, আশ্রমিক পরিবেশ, ২৪ ঘন্টা বিশুদ্ধ পানীয় জল, উপযুক্ত আলোর ব্যবস্থা।
আসন সংখ্যা সীমিত, আগে আসার ভিত্তিতে সুযোগ
যোগাযোগ ঃ কলেজ অফিস- ০৩২১১-২৪৪২২৪
ইমেল ঃ srsvidyamahapitha@yahoo.com
কলেজ কর্তৃপক্ষ
শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা বিদ্যামহাপীঠ

নিরোগ ডায়গনষ্টিক
আরামবাগ, কোর্ট রোড, হুগলী
Ph. 03211-256950, Mob. 9732843677
স্পাইরাল 3D মাল্টিস্লাইস
সিটিস্ক্যান

আরামবাগে ১৬৩তম হুল উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ মহাসমারোহে হুগলির আরামবাগ মহকুমা ভিত্তিক ১৬২তম হুল দিবস পালিত হল আরামবাগের কালীপুর স্পোর্টস কমপ্লেক্সে। ভাদুর ভারত জাকাত খেরওয়াল জুমিদ সাঁওতা সুশীর গাঁওতার উদ্যোগে আয়োজিত এই উৎসব শুক্রবার নানা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন গোঘাট বিধায়ক মানস মজুমদার, আরামবাগ পৌরপ্রধান স্বপন নন্দী, দুই কাউন্সিলর কৃষ্ণ বারিক ও প্রদীপ সিংহরায় প্রমুখ। এই উপলক্ষ্যে এদিন সকালে বাদ্যযন্ত্র সহযোগে প্রভাতফেরি ও মশাল দৌড় অনুষ্ঠিত হয়। এরপর সকাল ১০টায় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। বেলা ১১টা থেকে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। সিধু কানহুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্প অর্পণের মধ্যে দিয়ে পরবর্তী অনুষ্ঠান শুরু হয়। দুপুরে সাঁওতালি হুল গান, সাঁওতালি কবিতা পাঠ ও সাঁওতালি নৃত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, প্রতিবছরই এই সংগঠনের উদ্যোগে আরামবাগ মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় এই হুল উৎসব পালন করা হচ্ছে।

আরামবাগে গ্রেফতার তৃণমূল নেতা পার্থ হাজারি

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ এলাকায় বোমাবাজি, মারধর করে সন্ত্রাস চালানোর অভিযোগে এক স্থানীয় তৃণমূল নেতাকে গ্রেফতার করল আরামবাগ থানার পুলিশ। শুক্রবার ভোরে আরামবাগ থানা এলাকা থেকে পুলিশ তাকে গ্রেফতার থানায় নিয়ে আসে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের না পার্থ হাজারি। বাড়ি আরামবাগ থানা এলাকার হরিণখোলায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আরামবাগের হরিণখোলা এলাকার ক্ষমতা দখলকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক পারভেজ রহমান গোষ্ঠীর সাথে পুরশুড়া বিধায়ক ডাঃ এম নুরুজ্জামান গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব প্রায় বছর খানেক ধরে চলে আসছে। এলাকার বালিখাদকে কেন্দ্র করে দুটি গোষ্ঠীর সমর্থকরা একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। সম্প্রতি এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে লাগাতার সংঘর্ষে এলাকায় ৫০০টির বেশি বোমা ফাটানো হয়েছে। আহতের সংখ্যা কমপক্ষে ২৫জন। এই ঘটনায় বুধবার রাতে স্থানীয় আমগ্রামে একটি তৃণমূল কার্যালয়ে বোমাবাজির ঘটনাও ঘটে। ওই ঘটনায় সেখ হারুন রসিদ নামে এক স্থানীয় তৃণমূল নেতা গুরুতর জখম হন। তিনি বর্তমানে পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বৃহস্পতিবার দুপুরে পর্যন্ত এই সংঘর্ষ চলে। এই ঘটনায় দুপক্ষই আরামবাগ থানায় অভিযোগ দায়ের করে। সেই অভিযোগে নাম ছিল এই স্থানীয় তৃণমূল নেতার। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছিল তাঁকে। শুক্রবার ভোরে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ পার্থ হাজারিকে গ্রেফতার করে।

MOL Darin
LFS
The taste of money
MONEYLICIOUS SECURITIES PVT. LTD.
LFS BROKING PRIVATE LIMITED
MOLDARIN INVESTMENTS CONSULTANTS PVT.LTD.
বিঃ দ্রঃ- বেকার ছেলে মেয়েরা ও হতাশ এজেন্টরা !
শেয়ার বাজারে আইন সম্মত ভাবে NISM Course করে আয় করার সুযোগ নিন।
Franchisee দেওয়া হয়।
Regional Office:- U.B.I. Building (1st Floor)
Link Road, Arambagh, Hooghly,
WEST BENGAL,Pin-712601
Ph.No. - 03211-256507
Mobile:- 9564355907 / 9563200600
Tollfree No.-18001211452
We are No-1 research team in India and Z.Business and CNBC AWAZ 2015-2016 award winner

হরিপালে হুল উৎসবে পার্থ

নিজস্ব সংবাদদাতা, হরিপাল ঃ বীর শহিদ সিধু মুর্মুও কানহু মুর্মুর ১৬৩তম ঐতিহাসিক হুল দিবস উপলক্ষ্যে হুগলির হরিপালে সিধু ও কানহুর মূর্তি স্থাপন করা হয়। বিধায়ক বেচারাম মান্নার ব্যবস্থাপনায় ও হরিপাল সিধু কানহু স্মৃতি রক্ষা কমিটির উদ্যোগে এই মূর্তি বসানো হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক স্নেহাশিস চক্রবর্তী, বিধায়ক বেচারাম মান্না, বিধায়ক প্রবীর ঘোষাল, সিধু কানহুর বংশধর রোস্কে মুর্মু, সোনামুনি মুর্মু, বিডিও বিমলেন্দু নাথ , আরামবাগ পৌরপ্রধান স্বপন নন্দী প্রমুখ। স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, আদিবাসীরা সেই ইংরেজ আমল থেকেই বঞ্চিত। ২০১১ সালে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর এই সাঁওতাল জাতির বিভিন্ন দিক থেকে উন্নয়ন করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে সাঁওতালি সম্প্রদায়ের অসংখ্য মানুষ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, হুল দিবসে হুগলি জেলায় এই প্রথম সিধু কানহুর মূর্তি স্থাপিত হল। অন্যদিকে এদিন বলাগড় ব্লকের মহিপালপুর পঞ্চায়েতের কামারপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে আদিবাসীদের নিয়ে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ব্যবস্থাপনায় ছিল আদিবাসী সমাজের মোড়লরা ও জেলা কল্যাণ বিভাগের প্রকল্প আধিকারিক। সকালে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার পর সিধু কানহুর প্রতিকৃতিসহ মহিপালপুর এলাকার বিস্তীর্ণ পথ অতিক্রম করে। এরপর সারাদিন ধরে আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরশুড়া ঃ বাইকের সঙ্গে মারুতির সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃতের নাম বরুণ গুচ্ছাইত (৪৮)। বাড়ি হুগলির পুরশুড়ার রসুলপুর গ্রামে। তাঁর একটি মুরগি বিক্রির দোকান আছে। শুক্রবার সকালে তিনি একটি বাইকে করে পুরশুড়া মোড়ের দিকে যাচ্ছিলেন। পিছনে আরও দুজন ছিলেন। তখনই পুরশুড়া মোড়ের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বরুণের। বাকিরা অল্প চোট পান। জানা গেছে, স্ত্রী ছাড়াও তাঁর এক ছেলে ও এক মেয়ে আছে।

নিজস্ব সংবাদদাতা, তেলেনিপাড়া ঃ বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে হুগলি তেলেনিপাড়া কাঙালিঘাট থেকে চার দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করল ভদ্রেশ্বর থানার পুলিশ। তাদের কাছ থেকে দুটি পাইপগান, তিন রাউন্ড কার্তুজ ও ভোজালি উদ্ধার হয়েছে। ধৃতরা হল রাহুল দাস, আকাশ কর, অশোক সাহা ও খোকন ওঁরাও। ডাকাতির উদ্দেশ্যে ওই দুষ্কৃতীরা জড়ো হয়েছিল। তখনই গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে হানা দিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করে।

বন্ধ খেয়াঘাট, বিপাকে যাত্রীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরশুড়া ঃ পারাপারের খেয়া হঠাৎ বন্ধ হওয়াতে ঘোর বিপাকে পড়েছেন তিন থানা এলাকার মানুষজন। ঘটনাটি হুগলির ধনিয়াখালি থানার গোপীনাথপুর ২নং অঞ্চল ঘাট ও পুরশুড়া থানার ভাঙামোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বৈকুণ্ঠপুর সাঁতরা পাড়ার ঘাট। এলাকায় গিয়ে দেখা গেল স্থানীয় মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। ঘাট চালুর দাবিতে এলাকাবাসী সরব হয়েছেন। জানা গেছে, প্রায় ১০দিন ধরে বন্ধ। দামোদর নদের দুই পাড়ের লোকজন যাতায়াতের জন্য সমস্যায় পড়েছেন। যে সমস্ত মানুষ ট্রেন ধরতে যান তাঁরাও অসুবিধায় পড়েছেন। বর্ষার সময় অনেকেই পুরশুড়া এলাকা থেকে সব্জী নিয়ে তারকেশ্বরে যান। ঘাট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাঁদেরকে প্রায় ৫ কিমি দূরের ঘাট ঘুরে যাতায়াত করতে হচ্ছে। জানা গেছে, ঘাটের ইজারাদার হঠাৎই ঘাট বন্ধ করে দিয়ে চলে গেছেন। তাঁর বক্তব্য, ঘাট থেকে তাঁর লোকসান হচ্ছে। তাই ঘাট বন্ধ করে দিয়েছেন। এবিষয়ে ভাঙামোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তপন সামুই জানান, কাউকে কিছু না জানিয়েই এই ঘাট বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু ঘাটটি দেখাশোনা করে গোপীনাথপুর ২নং গ্রাম পঞ্চায়েত। আমরা ওই পঞ্চায়েতের কাছে মাসপিটিশন জমা দিয়েছি। অন্যদিকে গোপীনাথপুর ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মৃত্যুন বেরা জানান, ঘাটের ইজারাদার না জানিয়েই ঘাট বন্ধ করে দিয়েছে। পঞ্চায়েতের টাকা পয়সাও বাকি আছে। উদ্ধর্তন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানিয়েছি।

আশা করছি খুব শীঘ্রই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু নিত্যযাত্রীদের বক্তব্য, কেউ তিনবছর, কেউ দুবছরের পারাপারের এককালীন ভাড়া অগ্রিম দিয়েছেন সেসবের কি হবে। সবমিলিয়ে অবস্থা জটিল আকার ধারণ করেছে।

দীর্ঘ ৫০ বৎসর প্রতিক্ষার পর আরামবাগের বিধায়ক
সম্মানীয় কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা মহাশয়ের অনুপ্রেরণায় ও সভাপতিত্বে এবং
আরামবাগ ব্রতচারী মণ্ডলীর ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আরামবাগ মহকুমায়,
৫১তম নিখিল ভারত ব্রতচারী নায়ক মহাশিবির
২৪ ডিসেম্বর থেকে ৩১শে ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত
স্থান ঃ মুথাডাঙ্গা রামকৃষ্ণ উচ্চবিদ্যালয়, মুথাডাঙ্গা
ঃপরিচালনায় ঃ
ব্রতচারী কেন্দ্রীয় নায়ক মণ্ডলী
আয়োজক ঃ আরামবাগ ব্রতচারী মণ্ডলী
অংশগ্রহণে আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ উৎসাহী ব্যক্তিবর্গ। যোগাযোগ করুন
Mob. 7548038080/9609542101/9733858794/9093014017